গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.hsd.gov.bd

বিষয়: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নৈতিকতা কমিটির ১৪তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম, সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
স্থান	: মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ-৩৩৮, ভবন-৩)।
তারিখ ও সময়	: ০৯.০৪.২০১৯ খ্রিঃ, বিকালঃ ০৪:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট- 'ক' তে সন্নিবেশিত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচারের গুরুত্ব তুলে ধরে জানান, নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিতি এবং সততা ও নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালন প্রশাসনকে আরো গতিশীল করতে অপরিসীম ভূমিকা রাখে। তিনি কর্মনিষ্ঠ হয়ে প্রশাসনের কার্যক্রম আরো শক্তিশালী করতে বলেন। তিনি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নিয়মিতভাবে প্রেরণের নিমিত্তে কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী (জানুয়ারি'২০১৯-মার্চ'২০১৯) ৩য় কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকল শাখা/অধিশাখা এবং অধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহকে প্রশাসন-৪ অধিশাখায় ১২ এপ্রিল ২০১৯ মধ্যে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান।

০২. বিগত সভার কার্যবিবরণী পঠন ও অনুমোদন: উপসচিব, প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) সভাপতির অনুমতিক্রমে বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন। কোন সংশোধন না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩. সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার: উপসচিব, প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) জানান, আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ আইন ২০১৮ এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে পুনরায় ভেটিংয়ের জন্য গত ১৭ মে ২০১৮ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়া আইনের নথিটি বর্তমানে মাননীয় আইনমন্ত্রীর দপ্তরে রয়েছে। সভাপতি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেন। জনাব সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) স্বাস্থ্য বিষয়ের আইন/নীতি/বিধিমালাগুলোর নাম ও সংশোধনের বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক সচিবের নিকট প্রেরণের সময়সীমা বৃদ্ধির অনুরোধ জানান।

(খ) ই-গভর্নেন্সঃ

১) **অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালুঃ** উপসচিব (প্রশাসন-৪) জানান, সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইট (www.hsd.gov.bd) নিয়মিত দেখা এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহের (আইন ও নীতিমালা, বিধিবিধান, বিভিন্ন পরিপত্র, বিজ্ঞপ্তি, বদলি, ছুটি, পদোন্নতি, পদায়ন, বিদেশে প্রশিক্ষণ ও ভ্রমনের সরকারি আদেশ) হালনাগাদ তথ্য নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে। তিনি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইটে উত্তম চর্চার তালিকার হাইপার লিংক করা হয়েছে মর্মে সভাকে জানান।

২) **মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং:** উপসচিব (প্রশাসন-৪) জানান, সভাপতির নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে আকস্মিক পরিদর্শন বৃদ্ধি এবং ছক মোতাবেক পরিদর্শনের প্রতিবেদন প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখায় প্রেরণ করা হচ্ছে।

৩) **ই-টেন্ডার চালুকরণঃ** স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর (স্বাস্থ্য উইং) ১০০% (শতভাগ) ই-টেন্ডারিং সম্পন্ন করেছে। জনাব সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোতে ই-টেন্ডারিং হচ্ছেনা মর্মে জানান। শেখ মুজিবর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অধিশাখা) এ প্রসংগে উল্লেখ করেন যে, ক্রয়কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে ই-টেন্ডারিং অবশ্যই করতে হবে। সভাপতি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগসহ সকল অধিদপ্তরকে শতভাগ ই-টেন্ডারিং বাস্তবায়নের জন্য পুনরায় তাগিদ প্রদান করেন।

৪) **ই-ফাইলিং:** সভাপতি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ই-ফাইলিংয়ে অগ্রগতির বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ড. মোঃ শাহাদত হোসেন মাহমুদ, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, জানান রেক্টর ড. এম আসলাম আলম মহোদয় হার্ডফাইল গ্রহণ না করায় পিএটিসিতে ই-ফাইলিং বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে জানান। জনাব সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) বলেন যে, অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাগুলো যদি ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে চিঠি/প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করলে ই-ফাইলিংয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সভাপতি প্রতিটি অনুবিভাগ হতে কমপক্ষে দুটি শাখাকে ই-ফাইলিয়ের মাধ্যমে নথি প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

৬) হাসপাতাল/চিকিৎসা সেবা ও উদ্ভাবন কর্মকাণ্ড [illegible] উপস্থিতি ইত্যাদি: অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান, [illegible] স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসক ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে অনলাইন মনিটরিং টিম এবং পরিদর্শন টিম গঠন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত অনলাইন মনিটরিং এবং পরিদর্শন করা হচ্ছে। সভাপতি মনিটরিং ও পরিদর্শন ব্যবস্থা আরো জোরদার করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

(গ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম

১) প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি : উপসচিব, প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) জানান যে, চলতি অর্থবছরে ১০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা ১৯৮২; সরকারি কর্মচারি আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক এবং ১২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মহাপরিচালক পরবর্তী অর্থবছরে তথ্য অধিকার এবং পজিটিভ এ্যাটিচ্যুড বিষয়ে প্রশিক্ষণ রাখতে সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ জানান। নৈতিকতা বিষয়ক শ্লোগান লিখে অফিসে দেওয়ালে টাঙানোর জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।

২) অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS): জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান, বক্সে অভিযোগ পড়ার এবং প্রতিকারের সংখ্যা নিয়মিত সভাকে জানানোর জন্য ফোকাল পয়েন্টকে অনুরোধ জানান। ড. মোঃ শাহাদত হোসেন মাহমুদ, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, বক্সে অভিযোগ ও প্রতিকার লেখার পাশে পরামর্শ শব্দটি লেখার জন্য অনুরোধ জানান।

৩) শুদ্ধাচার বিষয়ক পুরস্কার: সভাপতি শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মকর্তা, কর্মচারিদের ভাল কাজের জন্য প্রশংসিত ও পুরস্কৃত করার কার্যক্রম গ্রহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪. গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ:

ক্র:নং:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৪.১	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং অধিদপ্তরসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইটটি (www.hsd.gov.bd) দেখতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ/ উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-১)/সিস্টেম এনালিস্ট
৪.২	আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সচিব মহোদয়ের নিকট স্বাস্থ্য বিষয়ের আইন/নীতি/বিধিমালাগুলোর নাম ও সংশোধনের বিষয়গুলো প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা/ অধিশাখা
৪.৩	জাতীয় প্রশিক্ষণ (ইন-সার্ভিস) গাইড লাইন যথা সম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভার্সনে চূড়ান্ত করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/HR অধিশাখা।
৪.৪	অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহে শতভাগ ই-টেন্ডারিং নিশ্চিত করতে হবে।	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর প্রধান
৪.৫	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সকল কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন পড়তে হবে।	সকল কর্মকর্তা স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ
৪.৬	GRS বক্সে প্রেরিত অভিযোগগুলো এবং সমাধানের সংখ্যা প্রশাসন-৪ কে জানাতে হবে।	প্রশাসন-২ শাখা
৪.৭	স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে আকস্মিক পরিদর্শন বৃদ্ধি করতে হবে। কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের প্রতিবেদন প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে। পরিদর্শন প্রতিবেদন লেখার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত অনলাইন ফরমেট পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে তৈরি করতে হবে। যেসকল কর্মকর্তা পরিদর্শন করেননি, তাদের তাগিদ দিতে হবে।	অনুবিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ
৪.৯	হাসপাতাল/চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	মহাপচিালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৫. আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়